সালাফীদের মিথ্যাচারের জবাব
সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ
যখন সিপাহসালার
“আহলে হাদীস আন্দোলনের”

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

আহলেহাদীছ আন্দোলন কী ও কেন? বইর ভূমিকায় লেখক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন,

এ প্রসঙ্গে পাক-ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের বীর সিপাহসালার সৈয়দ আহমদ রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী, সৈয়দ নিছার আলী তিতুমীর, হাজী শরী‘আতুল্লাহ প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। - সমাপ্ত।

ভারতের জিহাদ আন্দোলন কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল?

ভারতে জেহাদ আন্দোলন তথা তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী। উনার মৃত্যু ১৭৬২ সালে। ১৭৫৭ সালে ভারতে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২৩ জুন বাংলার পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীর সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর যুদ্ধ হয়।

মীর জাফরসহ নবাবের কয়েকজন প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার ফলে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং মীর জাফরকে বাংলার নবাব করা হয়।

এই যুদ্ধ বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের একটি প্রধান মোড় হয়ে ওঠে। তবে পুরো ভারত ১৭৫৭ সালেই ব্রিটিশ শাসনের অধীনে চলে যায়নি। দূরদর্শী ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন। উনি বিদায় হয়ে গেলে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন ইমাম শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী [1]। তিনি ফতোয়া দেন বৃটিশ ভারত দারুল হারব।

---

[1] শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ (১৭৪৬–১৮২৪ খ্রি.) ছিলেন ভারত উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ইলমি উত্তরসূরি। দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর শিক্ষা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেন।

উপমহাদেশে হাদীসশিক্ষার প্রসারে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভী, শাহ ইসমাঈল দেহলভী ও সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রায়বেরেলী উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে তাঁদের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাধারার ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- তাফসীরে আযীযী, মূল নাম *ফাতহুল আযীয*।
- তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ।
- বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন।
- ফাতাওয়ায়ে আযীযী।
- উজালায়ে নাফিআহ।
- সিররুশ শাহাদাতাইন।

১৯২৪ সালে ইমাম শাহ আব্দুল আজীজ ইন্তেকাল করলে তরীকার নেতৃত্বে আসেন সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রায়বেরেলী।

ইমাম সাইয়িদ আহমাদ শহীদ জেহাদ আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান এবং ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে বৃটিশ ও বৃটিশ সমর্থিত শিখ তথা যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদে শাহাদাত বরন করেন।

যারা বৃটিশ থেকে শামসুল উলামা লকব পায়, বৃটিশের অধিকৃত ভারতকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষনা করে সেই আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে নাকি পরিচালিত জিহাদ আন্দোলন যার বীর সিপাহসালার সৈয়দ আহমদ রেলভী!!!!

এই ছোট পুস্তিকায় আমি আহলে হাদিসদের এই ভুয়া দাবিটাই শুধু খন্ডন করছি। আমি আরো সবিস্তারে আলোচনা করেছি আমার ''ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেজা খান'' বইতে।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদের নেতৃত্বাধীন ভারতের জিহাদ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র লড়াই প্রধানত পাঞ্জাবের শিখ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। তবে আন্দোলনটির বৃহত্তর রাজনৈতিক চিন্তায় ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরোধিতাও ছিল। এই দুটি বিষয় আলাদা করে বোঝা প্রয়োজন।
১৮২৬ সালে তিনি অনুসারীদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে যান। সেখানে মহারাজা রণজিৎ সিংহের শিখ রাজ্যের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮৩১ সালে বালাকোটে শিখ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন।
অতএব, তাঁর জীবদ্দশার সামরিক অভিযানকে শুধু 'ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধ' বললে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ঘটনাটি অসম্পূর্ণ থাকে। যথাযথভাবে বলা যায়: ব্রিটিশ আধিপত্যবিরোধী বৃহত্তর ভাবনা নিয়ে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের প্রধান যুদ্ধ হয়েছিল বৃটিশ অকুপেশন এবং বৃটিশ সমর্থিত শিখ শাসনের বিরুদ্ধে।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রায়বেরেলভী কে ছিলেন?

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রায়বেরেলভী (১৭৮৬–১৮৩১) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন ধর্মীয় সংস্কারক, সুফি মুরশিদ ও সশস্ত্র আন্দোলনের নেতা। তাঁর জন্ম বর্তমান

ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর দেওয়া দারুল হারবসংক্রান্ত ফতোয়া বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পরবর্তী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে এর প্রভাব পড়ে। তিনি ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন।

ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী এলাকায়; এ স্থান থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে 'রায়বেরেলভী' যুক্ত হয়েছে।

তাঁর পরিচয়ের প্রধান দিকগুলো হলো—

- শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভীর মুরিদ: তিনি ১৮০৭–১৮০৮ সালের দিকে তাঁর কাছে তাসাউফে বায়আত গ্রহণ করেন। পরে নিজেও মুরিদদের বায়আত ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন।
- তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের নেতা: তাঁর আন্দোলনে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার, আত্মশুদ্ধি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একত্র হয়েছিল। শাহ ইসমাঈল দেহলভী ও শাহ আবদুল হাই ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগীদের মধ্যে।
- বালাকোটের যুদ্ধে নিহত: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বৃটিশ সমর্থিত শিখ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে নিহত হন। এ কারণে তিনি 'আহমাদ শহীদ' নামে পরিচিত।

জিহাদ আন্দোলনে কর্থিত আহলে হাদীস এর ভুমিকা কি ছিল?

তারা ছিল প্রো-বৃটিশ। বৃটিশের অধিকৃত ভারতকে কাদিয়ানী ও বেরলভীদের মত তারাও দারুল ইসলাম ঘোষনা করেছিল।

আহলে হাদিস নেতা ভারতে বৃটিশ হুকুমতের দালাল হুসাইন লাহুরী [2] বলেন,

اس مسئلہ اور اس کے دلائل سے صاف ثابت ہوا ہے کہ ملک ہندوستان باوجودیکہ عیسائی سلطنت کے قبضہ میں ہے، دارالاسلام ہے۔ اس پر کسی بادشاہ کو عرب کا ہو خواہ عجم کا مہدی سودان ہو یا خود حضرت سلطان شاہ ایران ہو خواہ امیر خراسان مذہبی لڑائی و چڑھائی کرنا جائز نہیں ہے

এ মাসআলা ও এর দলিলসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষ খ্রিষ্টান শাসনের অধীনে থাকা সত্ত্বেও দারুল ইসলাম। এর বিরুদ্ধে কোনো

---

[2] আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন লাহুরী বলতে সাধারণত মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীকে বোঝানো হয়। তিনি উপমহাদেশের আহলে হাদীস ধারার একজন প্রভাবশালী আলেম, লেখক ও 'ইশাআতুস সুন্নাহ' (اشاعۃ السنۃ) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাটালায় জন্মগ্রহণ করায় 'বাটালভী' এবং দীর্ঘদিন লাহোরে অবস্থান করায় 'লাহুরী' পরিচয়ে উল্লেখিত হয়েছেন।

তাঁর পরিচয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো—

- নযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র: তিনি তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন ছিলেন এবং লাহোরের চীনিয়াঁওয়ালী মসজিদে শিক্ষকতা ও ওয়াজ করতেন।
- আহলে হাদীস নামের সরকারি স্বীকৃতির উদ্যোগ: সরকারি নথিতে তাঁদের জন্য ব্যবহৃত 'ওহাবী' নামের পরিবর্তে 'আহলে হাদীস' নাম ব্যবহারের আবেদন ও প্রচেষ্টায় তিনি প্রধান ভূমিকা রাখেন।
- জিহাদ বিষয়ে গ্রন্থকার: তিনি الاقتصاد في مسائل الجهاد রচনা করেন। এতে ব্রিটিশ ভারতে সশস্ত্র জিহাদের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে তৎকালীন পরিস্থিতিতে তার বিরোধিতা করেন।

বাদশাহেরই—তিনি আরবের হোন কিংবা অনারবের, সুদানের মাহদী হোন কিংবা স্বয়ং সুলতান শাহে ইরান অথবা খোরাসানের আমীর—ধর্মীয় যুদ্ধ পরিচালনা করা বা সামরিক আক্রমণ চালানো জায়েয নয়। [3]

বাটালভী আরো বলেন,

اس گورنمنٹ سے لڑنا یا ان سے لڑنے والوں کی، ان کے بھائی مسلمان کیوں نہ ہوں، کسی نوع سے مدد کرنا صریح غدر اور حرام ہے۔

ملاحظہ فرما کر پیش نظر رکھیں اور صرف کفر کی نظر سے ہر ایک مخالف مذہب سے جنگ و مقابلہ کرنے کو شرعی جہاد نہ سمجھ لیا کرے۔ عہد و امن والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد ملک کی ہو خواہ مذہبی نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ عناد و فساد کہلاتا ہے۔ مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار اور بحکم قرآن و حدیث و مفسد و باغی بدکردار تھے۔ اکثر ان میں عوام کا الانعام تھے، بعض جو خواص و علماء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم دین قرآن و حدیث سے بے بہرہ تھے یا نافہم و بے سمجھ، باخبر و سمجھدار علماء اس میں ہرگز شریک نہیں ہوئے اور نہ اس فتویٰ پر جو اس غدر کو جہاد بنانے کے لیے مفسد لیے پھرتے تھے۔ انہوں نے خوشی سے دستخط کیے۔ اس کی تفصیل ہم اشاعت السنہ نمبر 10 جلد 8 میں کر چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مولوی اسماعیل دہلوی جو حدیث و قرآن سے باخبر اور اس کے پابند تھے، اپنے ملک ہندوستان میں انگریزوں سے جن کے امن و عہد میں رہتے تھے، نہیں لڑے اور نہ اس ملک کی ریاستوں سے لڑے ہیں۔ اس ملک سے باہر ہو کر قومِ سیکوں سے جو مسلمانوں کے مذہب میں دست اندازی کرتے تھے کسی کو اونچے آذان نہیں کہنے دیتی تھے لڑے

এই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিংবা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের কোনোভাবে সাহায্য করা সরাসরি বিদ্রোহ ও হারাম। বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত মুসলমানেরা এই সিদ্ধান্তটি পড়ে মনে রাখবেন। কেবল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে প্রত্যেক ধর্মীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও মোকাবিলাকে শরঈ জিহাদ মনে করবেন না।

[3] আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন লাহুরী, আল-ইকতিসাদ ফী মাসাইলিল জিহাদ ১ম খন্ড, পৃ ২৫।

যাদের সঙ্গে চুক্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কখনো শরঈ জিহাদ হতে পারে না—তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হোক কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। বরং তা শত্রুতা ও বিশৃঙ্খলা বলে গণ্য হয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যেসব মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল, তারা কঠোর গুনাহগার এবং কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, বিদ্রোহী ও দুরাচার ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল পশুতুল্য সাধারণ লোক। আর তাদের মধ্যে যাদের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আলেম বলা হতো, তারাও দ্বীনের মূল জ্ঞান—কুরআন ও হাদীস—থেকে বঞ্চিত ছিল, অথবা ছিল অবোধ ও অজ্ঞ। সচেতন ও বিচক্ষণ আলেমেরা এতে মোটেই অংশগ্রহণ করেননি। এই বিদ্রোহকে জিহাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা যে ফতোয়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাতেও তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেননি। এ বিষয়ে আমরা *ইশা'আতুস সুন্নাহ*, অষ্টম খণ্ডের দশম সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ কারণেই মাওলভী ইসমাঈল দেহলভী, যিনি কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অবগত এবং সেগুলোর অনুসারী ছিলেন, নিজ দেশ ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি; কারণ তিনি তাদের প্রদত্ত নিরাপত্তা ও চুক্তির অধীনে বসবাস করতেন। এ দেশের দেশীয় রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেননি। বরং এ দেশের বাইরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত এবং কাউকে উচ্চস্বরে আযান দিতে দিত না। [4]

[4] আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন লাহুরী, আল-ইকতিসাদ ফী মাসাইলিল জিহাদ ১ম খন্ড, পৃ ৪৯-৫০।

বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মৌলবি নজীর হুসাইনের [5] শামসুল উলামা উপাধি লাভ

شمس العلماء کا خطاب گورنمنٹِ انگلشیہ سے آپ کو ملا۔

তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ‘শামসুল উলামা’ উপাধি পেয়েছিলেন। [6]

সিয়ালকুটী [7] তারীখে আহলে হাদিস কিতাবে উল্লেখ করেন,

---

[5] মিয়া সাহেব মৌলবি নজীর হুসাইন হলেন সাইয়িদ মুহাম্মাদ নজীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভী (১৮০৫–১৯০২)। তিনি উপমহাদেশের আহলে হাদীস ধারার অন্যতম প্রধান আলেম ও হাদীসের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের কাছে ‘মিয়া সাহেব’ ও ‘শাইখুল কুল’ নামে পরিচিত ছিলেন।
তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

- জন্ম: ১৮০৫ সালে বিহারের মুঙ্গের জেলার সূরজগড়ে।
- শিক্ষা ও শিক্ষকতা: শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে দিল্লিতে দীর্ঘকাল হাদীসের পাঠদান করেন।
- ছাত্র: আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন ছিলেন।
- ফতোয়ার সংকলন: তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের লিখিত ফতোয়া নিয়ে ফাতাওয়া নযীরিয়্যাহ (فتاوىٰ نذيريہ) সংকলিত হয়েছে।
- সরকারি উপাধি: ১৮৯৭ সালের জুনে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘শামসুল উলামা’ উপাধি দেয়। আহলে হাদীস ঐতিহাসিক গ্রন্থ *তারীখে আহলে হাদীস*-এও এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে।

[6] হযরত মাওলানা ফজলে হুসাইন, আল-হায়াত বা’দাল মামাত, পৃ ১২। (মাওলানা নজীর হুসাইন সাহেবের জীবনী)

[7] মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর সিয়ালকুটী (১৮৭৪–১৯৫৬) ছিলেন উপমহাদেশের আহলে হাদীস ধারার একজন বিশিষ্ট আলেম, মুফাসসির, বক্তা, বিতার্কিক ও ইতিহাসলেখক। তিনি বিশেষভাবে তারীখে আহলে হাদীস (تاريخ اہل حديث) গ্রন্থের লেখক হিসেবে পরিচিত।
তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

- জন্ম: ১৮৭৪ সালে পাঞ্জাবের সিয়ালকোটে, যা বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত। তাঁর পিতার নাম মীর গোলাম কাদির।
- শিক্ষা: আবদুল মান্নান ওয়াযীরাবাদীর কাছে তাফসির ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। পরে মিয়া নজীর হুসাইন দেহলভীর কাছ থেকেও হাদীসের সনদ ও ইজাযত লাভ করেন।
- শিক্ষকতা: সিয়ালকোটে ‘দারুল হাদীস’ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী তাঁর ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন।
- লেখালেখি: *তারীখে আহলে হাদীস*, *তাফসীরে ওয়াদিহুল বায়ান* ও *শাহাদাতুল কুরআন* তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯১৩ সালে অমৃতসরের আহলে হাদীস সম্মেলনে তাঁকে আহলে হাদীসের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
- মৃত্যু: ১২ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে সিয়ালকোটে।

حکومت کی طرف سے خطاب : جون سنہ ۱۸۹۷ء مطابق محرم سنہ ۱۳۱۵ھ میں آپ کو گورنمنٹ انگلشیہ کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ جب لوگ خلعت و خطاب کے ساتھ میاں صاحب سے ملے اور آپ کو اس سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا۔ ’’ہم غریب آدمی خلعت و خطاب لے کر کیا کریں گے۔ خلعت و خطاب تو بڑے آدمیوں کو ملنا چاہئے ۔ ہم کو دنیا لاحاصل ہے۔ بعد اس گفت و شنید کے آپ نے اسی قدر فرما دیا۔ اچھا صاحب آپ حاکم ہو جا چاہو کہو۔‘‘اس خطاب کے بعد رسالہ دلگداز (لکھنؤ) کے ایڈیٹر نے بعنوان ’’شمس العلماء‘‘ ایک مضمون لکھا جس کا ماحصل یہ ہے۔ ’’مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کی عزت افزائی تو اس خطاب سے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس خطاب کو عزت و شرف اس نام کی برکت سے ضرور حاصل ہوا۔‘‘

সরকারের পক্ষ থেকে উপাধি প্রদান: ১৮৯৭ সালের জুন মাসে, মোতাবেক ১৩১৫ হিজরির মুহাররম মাসে, ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে ‘শামসুল উলামা’ উপাধি দেওয়া হয়। লোকেরা সম্মানসূচক পোশাক ও উপাধি নিয়ে মিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, ‘‘আমরা গরিব মানুষ; সম্মানসূচক পোশাক ও উপাধি নিয়ে কী করব? এসব তো বড় বড় লোকদের পাওয়া উচিত। দুনিয়া আমাদের কাছে মূল্যহীন।’’

এই কথাবার্তার পর তিনি শুধু এতটুকু বলেন, ‘‘আচ্ছা সাহেব, আপনারা শাসক; যা ইচ্ছা বলুন।’’

এই উপাধি প্রদানের পর লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত *দিলগুদায* পত্রিকার সম্পাদক ‘শামসুল উলামা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার সারকথা হলো: ‘‘এই উপাধির দ্বারা মাওলানা সাইয়িদ নজীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর মর্যাদা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর নামের বরকতে উপাধিটি অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে।’’ [৪]

[৪] হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর সিয়ালকুটী, তারীখে আহলে হাদিস, পৃ ৪৭৮-৪৭৯। মাকতাবায়ে কুদ্দুসিয়্যাহ, উর্দুবাজার, লাহোর।

হজ্জের সফরে মাওলানা নজীর হুসাইন — দিল্লীর কমিশনারের চিঠি

سفر حج اور اُس کے واقعات

سنہ ۱۳۰۰ھ میں جب میاں صاحب نے حج کا ارادہ مصمم کر لیا تو اِس خیال سے کہ مخالفین ایذا رسانی میں کچھ کم حصہ نہیں لیں گے اور یہ موقع اُن کے لئے اوقات مغتنمہ سے ثابت ہوگا آپ نے کمشنر دہلی سے ملاقات کر کے حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ طیبہ و روضۂ مطہرہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارادہ ظاہر کیا۔
کمشنر دہلی نے آپ کو ایک چٹھی مورخہ ۱۰ر اگست سنہ ۱۸۸۳ء دی جس کی بجنسہٖ نقل معہ ترجمہ اُردو ہدیہ ناظرین ہے۔

کمشنر دہلی کی چٹھی

Moulvi Nayer Hosain is a Leading moulvi in Delhi Who is difficult times proved his Loyalty to the British government and in his pilgrimage to Mecca I hop any British officers Whose pelp or protection he may nad, Will affordit to him as he most fully desrves it

Signed J. D. Tremlett
B. C. S. commissioner
& Sup dt Delhi Division
Aguest 10th 1883

ترجمہ

مولوی نذیر حسین دہلی کے ایک بڑے مقتدر عالم ہیں۔ جنہوں نے نازک وقتوں میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے اب وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کے ادا کرنے کو مکہ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کی وہ مدد چاہیں گے وہ اُن کو مدد دے گا کیوں کہ وہ کامل طور سے اس مدد کے مستحق ہیں۔

دستخط جے ڈی ٹریملٹ بنگال
سروس کمشنر دہلی و سپرنٹنڈنٹ
۱۰۔ اگست سنہ ۱۸۸۳ء

মাওলানা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী যখন ১৩০০ হিজরীতে (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে) হজ্জের সফরে যান, তখন দিল্লীর তৎকালীন কমিশনার ও সুপারিন্টেনডেন্ট জে. ডি. ট্রেমলেট (J. D. Tremlett) ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য একটি প্রশংসামূলক ও পরিচিতিমূলক প্রত্যয়নপত্র বা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন।

এই চিঠিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সফরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মক্কার স্থানীয় প্রশাসন যেন তাঁকে সম্মান জানায় তা নিশ্চিত করা। চিঠির প্রেক্ষাপট এবং মূল বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো:

১. চিঠির প্রেক্ষাপট

মাওলানা নাযীর হুসাইন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের চোখে একজন অত্যন্ত সম্মানিত, আইন মেনে চলা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি কোনো ধরনের সহিংসতায় অংশ নেননি এবং শান্তি বজায় রেখেছিলেন। তাই তিনি যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন, তখন দিল্লীর ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁর সফরের সুবিধার্থে এই বিশেষ প্রশংসাপত্রটি প্রদান করে।

২. দিল্লীর কমিশনারের চিঠির মূল বক্তব্য

দিল্লীর কমিশনার জে. ডি. ট্রেমলেট তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন:

- ব্যক্তিত্বের প্রশংসা: মাওলানা নাযীর হুসাইন দিল্লীর একজন অত্যন্ত সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মীয় পণ্ডিত।
- সদাচরণ ও আনুগত্য: তিনি দীর্ঘদিন ধরে দিল্লীতে বসবাস করছেন এবং ব্রিটিশ সরকারের একজন অনুগত ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে পরিচিত।
- সহযোগিতার অনুরোধ: হজ্জের সফরকালীন বা মক্কায় অবস্থানকালে ব্রিটিশ কনস্যুলেট বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারা যেন তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেন এবং তাঁর যেকোনো প্রয়োজনে সর্বোত্তম সহযোগিতা প্রদান করেন।

৩. হজ্জের সফরে চিঠির গুরুত্ব ও পরবর্তী ঘটনা

মাওলানা নাযীর হুসাইন মক্কায় পৌঁছানোর পর তাঁর বিরোধীরা (মতাদর্শগত প্রতিপক্ষ) মক্কার উসমানীয় গভর্নর বা শরীফের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন [9] অথবা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এসেছেন।

এই মিথ্যা প্রচারণার কারণে তাঁকে মক্কায় সাময়িকভাবে গ্রেফতার বা নজরবন্দি করা হয়। তবে মক্কার প্রশাসন যখন তদন্ত করে এবং দিল্লীর কমিশনারের দেওয়া অফিশিয়াল প্রশংসাপত্র ও চিঠিটি যাচাই করে, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এরপর তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি নির্বিঘ্নে হজ্জ সম্পন্ন করে ভারতে ফিরে আসেন।

মূল চিঠি ইংলিশঃ

Moulvi Nazeer Hossein is a Leading Moulvi in Delhi Who is difficult times proved his Loyalty to the British government and in his pilgrimage to Mecca I hope any British officers Whose help or protection he may need, Will afford it to him as he most fully deserved it.

Signed: J. D. Tremlett
Bengal Service, Commissioner and Superintendent of Delhi
10 August 1883

মূল চিঠির উর্দু তরজমা

ترجمہ

مولوی نذیر حسین دہلی کے ایک بڑے مقتدر عالم ہیں جنہوں نے نازک وقتوں میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے۔ اب وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کے ادا کرنے کو مکہ جاتے

[9] অথচ তিনি ছিলেন বৃটিশের পক্ষে।

ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کی وہ مدد چاہیں گے وہ ان کو مدد دے گا کیونکہ وہ کامل طور سے اس مدد کے مستحق ہیں۔

دستخط جے ڈی ٹریملٹ بنگال

سروس کمشنر دہلی و سپرنٹنڈنٹ

۱۰ اگست سنہ ۱۸۸۳ء

অনুবাদ

মৌলবি নজীর হুসাইন দিল্লির একজন অত্যন্ত সম্মানিত আলেম। তিনি সংকটপূর্ণ সময়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছেন। এখন তিনি হজের ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছেন। আমি আশা করি, তিনি যে ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তার সাহায্য চাইবেন, সেই কর্মকর্তা তাঁকে সাহায্য করবেন; কারণ তিনি সর্বতোভাবে এই সাহায্যের যোগ্য।

স্বাক্ষর: জে. ডি. ট্রেমলেট

বেঙ্গল সার্ভিস; দিল্লির কমিশনার ও সুপারিনটেনডেন্ট

১০ আগস্ট ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বৃটিশ সরকারের নথিতে ওহাবী থেকে আহলে হাদিস

আরব জাহানে ওহাবী শক্তির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা এবং কিছু আরব শাসকের চিঠিপত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা—এসব ইতিহাসের আলোচনায় উপেক্ষা করার বিষয় নয়।

উসমানীয় খেলাফতের পতন ও আরব অঞ্চলে নতুন ক্ষমতাকাঠামোর উত্থান বুঝতে হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। এই ভূমিকা আড়াল করলে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ভারতেও 'ওহাবী' পরিচয়ের ব্যবহার নিয়ে গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। একদিকে আহলে হাদিস ধারাকে ওহাবী মতবাদের সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে; অন্যদিকে জিহাদ আন্দোলনকে বিতর্কিত করতে হান্টারের ব্যাখ্যার অনুসরণে আন্দোলনের নেতাকর্মীদের ওপরও একই পরিচয় চাপানো হয়েছে।

তাঁদের বিরুদ্ধে এমন প্রচারণাও চালানো হয়েছে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাত পর্যন্ত স্বীকার করেন না। এভাবে রাজনৈতিক প্রতিরোধকে ধর্মীয় বিদ্বেষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা সহজ হয়েছে।

কিন্তু এই প্রচারণা ব্রিটিশপন্থী আহলে হাদিসদের জন্যও অস্বস্তি সৃষ্টি করে। 'ওহাবী' নামের সঙ্গে বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিরোধিতার ধারণা জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁরাও সন্দেহের মুখে পড়েন। এই প্রেক্ষাপটেই সরকারি ব্যবহারে 'ওহাবী'র পরিবর্তে 'আহলে হাদিস' নাম গ্রহণের আবেদনকে বিচার করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন হলো, একই পরিচয় যখন জিহাদ আন্দোলনকে অভিযুক্ত করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হলো, তখন ব্রিটিশ অনুগতদের ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ কেন তৈরি হলো?

মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর আবেদনের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার সরকারি নথিতে তাঁদের 'ওহাবী' না বলে 'আহলে হাদীস' নামে উল্লেখ করতে সম্মত হয়েছিল।

বাটালভীর আবেদন: ১৮৮৭ সালে *ইশা'আতুস সুন্নাহ* পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করেন, তাঁদের ‘ওহাবী’ থেকে পৃথক হিসেবে গণ্য করে **‘আহলে হাদীস’** নামে উল্লেখ করা হোক। এ প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের কথাও তুলে ধরা হয়।

সরকারের সম্মতি: আবেদনের পর ব্রিটিশ প্রশাসন সরকারি যোগাযোগে তাঁদের জন্য ‘ওহাবী’ শব্দের পরিবর্তে ‘আহলে হাদীস’ নাম ব্যবহারে সম্মত হয়।

সমকালীন পত্রিকায় বিবরণ:

ইশা'আতুস সুন্নাহ-এর ১৮৮৮ সালের একাদশ খণ্ডের সূচিতে ملکہ معظمہ کی طرف سے اہلِ حدیث کو خطاب—‘‘মহারানির পক্ষ থেকে আহলে হাদীসকে সম্বোধন’’, পৃষ্ঠা ৪৬–৪৭; এবং لفظ ’’وہابی‘‘ کی ممانعت کی مزید کاروائی—‘‘ওহাবী শব্দ নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম’’, পৃষ্ঠা ২২১—শিরোনামে সংশ্লিষ্ট বিবরণ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

من اعطی عطاءً فوجد فلیجزہ ومن لم یجد فلیثن فان من اثنی فقد شکر ومن کتم فقد کفر ۔ (مشکوٰۃ ص ۲۵۳)

کچھ دے کر اوسکے پاس کچھ نہو تو اسکی تعریف کرے" جسنے تعریف کی وہ شکر گزار ہوا۔ جسنے اسکے احسان کو چھپایا یعنے شکر خوان نہوا وہ کافر (ناشکر گذار) بنا"

من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ (مشکوٰۃ ص ۲۷۳)

اور آپ نے فرمایا ہے - جو لوگون کا شکر نہین کرتا وہ خدا کا بھی شکر گذار نہین ہوتا -

ملکہ معظمہ کیطرف سے اہلحدیث کو خطاب

اس مضمون کے ذیل مین ہم اس مژدہ کے سنانے سے بھی رہ نہین سکتے کہ ہمارے مہربان ملکہ معظمہ انگلینڈ و قیصر ہند نے اہلحدیث کے ایڈریس موقعہ جوبلی کو کمال مسرت کے ساتھ قبول فرمایا ہے اور از راہ عنایت خسروانہ گروہ اہلحدیث کا شکریہ ادا کیا - اوس شکریہ مین اس گروہ کو اسی اہلحدیث خطاب اہلحدیث سے مخاطب کیا گیا ہے جو اُنکی کمال امتیاز و اعزاز کا موجب ہے - اس اعزاز شاہانہ و اکرام خسروانہ ملکہ معظمہ قیصر ہند پر اس حدیث ہند کمال ادب و انکسار کے ساتھ اپنی مہربان ایمپریس کا شکریہ ادا کرتے ہین اور اونکی درازی عمر و ترقی توفیق و اقبال کے لئے دست بدعا ہین ۔

ذیل مین اُن چٹھیات سکرٹری گورنمنٹ ہند اور ڈپٹی کمشنر لاہور کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے جنکے ذریعہ سے قیصر ہند کے خطاب کا اعزاز اہلحدیث کو حاصل ہوا ہے

از طرف ڈبلیو - او - کلارک صاحب ڈپٹی کمشنر لاہور

بنام اہلحدیث پنجاب

نمبر ۲۹۹۶ - ۲۱ - جولائی ۱۸۸۸ء مقام لاہور

صاحبان شرفا ! بموجب اُن ہدایات کے جو صاحب کمشنر و سپرنٹنڈنٹ قسمت لاہور سے اُنکی

چٹھی نمبری ۳۲۰ مورخہ ۳۰ ماہ گذشتہ مین موصول ہوئی تہین اصل چٹھی نمبری ۱۴۶۷
مورخہ ۱۱ جون ۱۸۸۸ء منجانب انڈر سکرٹری گورنمنٹ ہند (ہوم پارٹمنٹ) اسمی آپ صاحبان کے
ارسال کرتا ہون۔ اسمین ہر میجسٹی ملکہ معظمہ قیصر ہند کی قبولیت اوس ایڈرس کو شامل ہے
جو آپ صاحبان نے ہر میجسٹی کے جوبلی کے موقعہ پر پیش کیا تہا۔ اور اسکے رسید کی درخواست
کرتا ہون۔

مین ہون آپکا الخ

ڈبلیو۔ او کلارک

ڈپٹی کمشنر

نمبر ۱۴۶۷ ہوم ڈپارٹمنٹ (پبلک)

از طرف جے۔ پی۔ ہیوٹ صاحب۔ انڈر سکرٹری گورنمنٹ ہند

بنام ممبران اہل حدیث پنجاب

مقام شملہ ۱۱ جون ۱۸۸۸ء

صاحبان شرفا۔ مجہے یہہ کہنے کی ہدایت ہوئی ہے کہ صاحب سکرٹری اف اسٹنٹ نے اطلاع
دی ہے کہ ہر میجسٹی ملکہ معظمہ قیصر ہند نے بالطاف خسروانہ اوس ایڈرس وغیرہ کو قبول فرمایا
ہے جو آپ صاحبان نے ہر میجسٹی کی خدمت مین جوبلی کے موقعہ پر پیش کیا تہا اور ارشاد فرمایا
ہے کہ ہر میجسٹی کا خاص شکریہ آپ لوگون کو اس خیر خواہانہ نذرانہ کے لئے پہونچایا جائے۔

مجہے اے صاحبان آپکا نہایت فرمانبردار ملازم ہونیکی عزت حاصل ہے

جے۔ پی۔ ہوٹ

انڈر سکرٹری گورنمنٹ ہند

কোন সম্বন্ধ নাইঃ ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার [10]

‘‘আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরুপ আন্দোলন হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই । তাঁহার দল অনেকটা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম করে তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা – আকাঙ্খা ছিল না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসাবে বৃটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।’’[11]

[10] অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮–১৯৮০) একজন বাঙালি ইতিহাসবিদ। তিনি সচরাচর আর, সি, মজুমদার নামে অভিহিত। তিনি ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের উপর অনেক কাজ করেছেন। ১৯১৯ সালে “Corporate life in ancient India” শীর্ষক তাঁর পিএইচডি গবেষণা প্রকাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে Early History of Bengal রচনা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ভিয়েতনামের ইতিহাসের উপর ‘‘চম্পা’’ নামক একটি পুস্তক, ও ভারতের ইতিহাসের উপর Ancient India নামক একটি বই রচনা করেন।

[11] ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৯৮
- History of Freedom Movement. iii